ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৫২২

আগরতলা, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২০

রাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৭,৮৩৩ : সাংসদ

কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় সংক্রমিতদের যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতে ও মৃত্যুহার ঠেকাতে রাজ্য সরকার সম্প্রতি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি আগরতলার জিবি হাসপাতালে খুব দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আজ রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এজিএমসির কাউন্সিল হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ শ্রীমতি ভৌমিক জানান, বিগত কিছুদিন ধরে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন হিসেবে তিনি নিজেই জিবিতে উপস্থিত থেকে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সার্বিক ব্যবস্থাপনার তদারকি করেছেন। জিবি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের ভর্তি করানোর পর তাদের পরিবারের লোকদের সাথে যোগাযোগ করানো হচ্ছে। রোগীর সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তাদের পরিবার-পরিজনদের জানানো হচ্ছে। ফ্লোর ম্যানেজমেন্ট করার জন্য ১৮ জন স্বেচ্ছাসেবককে নিযুক্ত করা হয়েছে। এনটিএস ওয়ান এবং এনটিএস টু দুটি বিল্ডিংএ জলের পাইপলাইন সারাই করা হয়েছে। রোগীদের জল পেতে এখন আর কোনও সমস্যা হচ্ছে না। ডাক্তারের সাথে রোগীদের যোগাযোগ রাখার জন্য এনটিএস ওয়ান বিল্ডিংএ পি এ সিস্টেম লাগানো হয়েছে। এনটিএস টুতেও শীঘ্রই লাগানো হবে।

সাংসদ শ্রীমতি ভৌমিক জানান, রোগীদের শয্যার কাছেই খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ আজ থেকে শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া রোগীদের জন্য গরম জল বা অন্য কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস চাইলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, রোগীদের জন্য ব্যবহৃত অক্সিজেন পাইপলাইনে পিএসআই মাত্রা আজকের দিনে ৫৪ রয়েছে। তিনি জানান, গত ২৫ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগরতলা বিমানবন্দর দিয়ে ৭,৩৩৫ জন যাত্রী রাজ্যে এসেছেন। তাদের মধ্যে ১.৪ শতাংশ যাত্রীর পজিটিভ ধরা পড়েছে। তিনি জানান, রাজ্যে কোভিড রোগীদের পরিষেবা প্রদান করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ৩৬৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২২৫ জন এবং এখনও পজিটিভ রয়েছেন ১৩৯ জন। তিনি জানান, আজ পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা ১৭,৮৩৩ জন। বর্তমানে পজিটিভ রয়েছেন ৭,৩৮১ জন। সুস্থ হয়েছেন ১০,২৫৫ জন। রাজ্যে মৃত্যুহার ০.৯৬ শতাংশ যা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে কম। রাজ্যে পজিটিভিটি রেইট ৫.৬ শতাংশ। এখন পর্যন্ত মোট পরীক্ষা হয়েছে ৩,১৮,৫৮৪টি।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. শৈলেশ কুমার যাদব জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কেন সংক্রমণের হার বেশি তা জানতে সম্প্রতি একটি বিশ্লেষণ করা হয়। সেই অনুসারে আগরতলায় ৩,০০০টিরও বেশি বিয়ের অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক সমাবেশ, সামাজিক দূরত্ব না মানা, মাস্ক ব্যবহার না করার মতো কারণগুলি চিহ্নিত হয়েছে।

***২-এর পাতায়

তিনি জানান, প্রত্যেক রোগীদের ঠিকানা নিয়ে একটা স্যাটেলাইট ম্যাপিং করা হয়েছে। আগরতলা পুরনিগমের মধ্যে পজিটিভ রোগীদের ৭০ শতাংশ পুরনিগমের ১০টি ওয়ার্ড থেকে। সেই ওয়ার্ডগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, টেস্টের হার বাড়ানো ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় যারা হোম আইসোলেশনে রয়েছে তাদের মধ্যে যাদের কোমর্বিডিটি রয়েছে তাদের বাড়িতে পালস অক্সিমিটার দেওয়া হয়েছে। মেডিক্যাল টিম তৈরি করে তাদের সাথে যোগাযোগ করানো হচ্ছে। কোনও অসুবিধা হলেই যেন যোগাযোগ করে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন। এছাড়াও হোম আইসোলেশনে যারা রয়েছে তাদের সকলকেই মেডিক্যাল কিট দেওয়া হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় সকলকে সচেতন হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে জিবির ডেপুটি এম এস ডা. শংকর চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

*****